International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-III, November 2014, Page No. 18-31
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ভারতীয় ন্যায়নুমানের সঙ্গে পাশ্চাত্য ন্যায়নুমানের তুলনামুলক আলোচনা

ড. অর্পনা ঘোষ
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, অভোদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া, বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In the short treatise on "Comparative studies between Indian and Western Inference", the matters relating to nature, characteristics, construction and classification of the Indian and Western Inference have been discussed in brief. There is some similarities and dissimilarities between the explanation about the notion of inference given by the Indian and Western Philosophers. In this paper I have discussed whole matter in detail. This article has written for those who are less familiar with Indian and Western Inference and if they are enriched to some extent on those issues by going through it, then this little endeavor will be successful.

চার্বাক ভিন্ন প্রত্যেক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই অনুমানকে স্বতন্ত্র প্রমান রূপে স্বীকার করিয়াছেন। অন্যান্য দর্শনে ন্যায়মতের সমর্থন করিয়া বলা হইয়াছে যে,অনুমান হইল প্রত্যক্ষের পরবর্তী প্রমাণ। পঞ্চম ন্যায় সূত্রে অনুমান প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন – " অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ"।[১]

উক্ত সূত্রে মহর্ষি গৌতম "অথ" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিরূপণের অনন্তরই তাহার কার্য্য অনুমান প্রমাণের নিরূপণ সঙ্গত – ইহাই বুঝাইয়াছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান উপজীব্য অর্থাৎ কারণ এবং অনুমিতি জ্ঞান উপজীবক অর্থাৎ কার্য্য। প্রত্যেক্ষের জ্ঞান ব্যতীত অনুমানের জ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞান দ্বয়ের মধ্যে কার্য্য কারণ ভাব রহিয়াছে। কারণ পূর্বে থাকে, কার্য্য পরে থাকে। পুর্বে প্রত্যক্ষ পরে অনুমিতি।

অনুমানের দ্বিবিধ অর্থ। 'অনুমান' শব্দটি কোন সময় অনুমান প্রমাণ এবং কোন সময় অনুমান প্রমাণের ফল অনুমিতিকে বুঝাইয়া থাকে। করণ বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ 'অনুমান' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়- অনুমানপ্রমাণ। ভাবার্থে ল্যুট্ প্রত্যয় সিদ্ধ 'অনুমান' শব্দের দ্বারা বুঝা যায় অনুমিতরূপ জ্ঞান। যদিও অনুমান প্রধানতঃ করণবাচ্যে ব্যবহৃত হয় তবুও এই পদের ভাবার্থে প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ নহে । মহর্ষি গৌতম অনুমানের লক্ষণে বলিয়াছেন – "অথ তৎ পূর্বকম অনুমানম"।

এখানে 'অনুমান' শব্দটি অনুমিতি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুমান কারণ, অনুমিতি হইল অনুমানের ফল বা কার্য্য। অনুমান প্রমাণ, অনুমিতি প্রমা। প্রমিতি করনত্বই হইল প্রমাণের লক্ষণ। অনুমিতি প্রমিতির কারণ হইল অনুমাণ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান বোধিত হইবার তৎ সম্বন্ধী অন্য পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানই অনুমিতি। অনুপূর্বক 'মা' ধাতু অনট্ প্রত্যয় করিয়া অনুমান পদটি সাধিত হয়। "অনু" এই উপস্বর্গটি এখানে "পশ্চাৎ" অর্থে ব্যবহৃত "মা" ধাতুর অর্থ জ্ঞান। হেতু জ্ঞান, হেতু ও সাধ্যায় ব্যাপ্তি জ্ঞান প্রভৃতির পর যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অনুমান। হেতুজ্ঞান, ব্যাপ্তি জ্ঞান, প্রত্যক্ষ মূলক জ্ঞান। ঐ প্রত্যক্ষ মূলক হেতু প্রভৃতির জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অনুমান বলা হইয়া থাকে।

অনুমানের তিনটি পদ থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান ধুমাৎ" – এই অনুমানের তিনটি পদ রহিয়াছে। এই অনুমানের পক্ষ পদ হইল পর্বত, সাধ্যপদ হইল বহ্নি, হেতু পদ হইল ধূম। নিম্নে এই তিনটি –পদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

(১) পক্ষপদঃ- প্রাচীন ন্যায়মতে "সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষঃ" অর্থাৎ যে ধর্মীতে বা অধিকরণে সাধ্যের সন্দেহ হয়, তাহাকে পক্ষ বলা হয়। এইজন্য প্রাচীনেরা বলিয়াছেন – "তত্র নানুপলব্ধে ন নিণীতে অর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ততে, কিংতর্হি সংশয়িতে অর্থে"[২] অর্থাৎ যে বস্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাহার সিদ্ধির জন্য ন্যায় (প্রতিজ্ঞানি বাক্য সমুদয়) প্রবৃত্ত হয় না। যে বস্তুটির সংশয় বিষয়িভূত, সন্দিগ্ধ, তাহার সিদ্ধির জন্য ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

"পর্বতে বহ্নি আছে কিনা" এইরূপ সন্দেহের বিষয়িভূত বহ্নির সিদ্ধির জন্য ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং সন্দিগ্ধ সাধ্যবানকে পক্ষ বলা সঙ্গতই হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উক্ত অনুমানে পর্বত হইল পক্ষ ।

যেহেতু অনুমানের পূর্বে পর্বতে সাধ্যরূপ ধর্ম বহ্নির সন্দেহ হয়। নব্য-ন্যায়ায়ে সন্দিগ্ধ সাধ্যবান কে পক্ষ না বলিয়া অনুমিতির উদ্দেশ্যকে পক্ষ বলা হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে তর্ক সংগ্রহকার অন্নংভট্ট পক্ষতার আশ্রয়কেই পক্ষ বলিয়াছেন। এই স্থলে পক্ষতার সামান্য আলোচনার আবশ্যকতা রহিয়াছে। তর্কদীপিকাতে পক্ষতার পক্ষণ প্রকাশ করিতে বলা হইয়াছে-

"সিষাধয়িষা বিরহসহকৃত সিদ্ধভাবঃ পক্ষতা"।[৩] অর্থাৎ সিষাধয়িষা বা অনুমান করিবার ইচ্ছার অভাব বিশিষ্ট যে সিদ্ধি বা প্রতিবন্ধক তাহার অভাবের নামের পক্ষতা। সিদ্ধি বলতে পক্ষে সাধ্য আছে – এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে বোঝায়।

ইহাকে অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলা হয় । যাহার উপস্থিতিতে কার্য্য জন্মায় না তাহাকে প্রতিবন্ধক বলিয়া অভিহিত করা হয়। সিদ্ধি থাকিলে সাধারনতঃ অনুমিতি হয় না,কিন্তু যদি ইচ্ছা করা হয় যে, অনুমিতি হউক, তাহা হইলে সিদ্ধি থাকা সত্বেও অনুমিতি হইয়া থাকে।

প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও যাহা কার্য্য উৎপন্ন করে তাহাকে বলে উত্তেজক। অনুমিতির ক্ষেত্রে সিদ্ধি প্রতিবন্ধক, আর সিদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সিষাধয়িষা (সাধন করিবার ইচ্ছা) অনুমিতি উৎপন্ন করে বলিয়া সিষাধয়িষা উত্তেজক। উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। আমরা সচরাচর বহ্নিকে দাহ কার্যের কারণ বলিয়া জানি। কিন্তু বহ্নির সংগে যদি চন্দ্রকান্ত মনি সংযুক্ত হয় তাহা হলে বহ্নি দাহ কার্য্য করিতে অক্ষম হয়। এক্ষেত্রে চন্দ্রকান্ত মনিকে দাহ কার্যের প্রতিবন্ধক বলা যায়। কিন্তু চন্দ্রকান্তমনি থাকাকালে সূর্য্যকান্তমনি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বহ্নিকে দাহ করিতে দেখা যায়। সূর্য্যকান্তমনিকে উত্তেজক বলা হয়। প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও যাহার উপস্থিতিতে কার্য্য হয় তাহাকে উত্তেজক বলে। কিন্তু সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাইবে যে, চন্দ্রকান্তমনি দাহ কার্যের প্রতিবন্ধক নহে। কেননা, চন্দ্রকান্তমনি থাকা সত্ত্বেও সূর্যকান্তমনির উপস্থিতিতে দাহ কার্য্য জন্মায়। কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকিলে কার্য্য কখনও উৎপন্ন হইতে পারেনা। এইজন্য সূর্যকান্তমনির অভাব বিশিষ্ট চন্দ্রকান্তমনিকে দাহকার্যের প্রকৃত প্রতিবন্ধক বলাই যুক্তিযুক্ত।

এই প্রতিবন্ধকতার অভাব অর্থাৎ সূর্যকান্তমনির অভাব বিশিষ্ট চন্দ্রকান্তমনির অভাবকে দাহ কার্যের কারণ বলা যায়। প্রকৃতস্থলে পর্বতে বহ্নির অনুমানের প্রতি পর্বতে বহ্নির প্রত্যক্ষ, সিদ্ধি বা প্রতিবন্ধক বলিয়া গণ্য। কিন্তু প্রত্যেক্ষের দ্বারা পর্বতে বহ্নি নিশ্চয় করিলেও যদি কাহারো অনুমান করিবার ইচ্ছা বা সিষাধয়িষা থাকে, তাহলে অনুমান সম্ভব হইবে। কিন্তু পর্বতে বহ্নি নিশ্চয় থাকে এবং অনুমানের ইচ্ছা না থাকে তাহলে কখনই অনুমান হইবেনা। সুতরাং কেবল বহ্নির নিশ্চয়কে সিদ্ধি বা প্রতিবন্ধক বলা সঙ্গত নহে। অনুমান করিবার ইচ্ছার অভাব বিশিষ্ট বহ্নির নিশ্চয়কে সিদ্ধি বা প্রতিবন্ধক বলা সঙ্গত নহে। অনুমান করিবার ইচ্ছার অভাব বিশিষ্ট বহ্নির নিশ্চয়কে প্রকৃত প্রতিবন্ধক বলা যায়। এইরূপ সিষাধায়িষা বা অনুমান করিবার ইচ্ছার অভাব বিশিষ্ট যে সিদ্ধি বা প্রতিবন্ধক তাহার অভাবের নাম পক্ষতা।

(২) সাধ্যপদঃ- অনুমানের সাহায্যে যাহা প্রমানিত হয় বা অনুমিতি হয় তাহাকেই সাধ্য বলে। সাধ্যকে অনুমেয় বলা হয়।কেননা সাধ্য হইতেছে অনুমানের বিষয়। ধূম দেখিয়া পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে অনুমানের বিষয় হইতেছে ‘বহ্নি’। পক্ষ পর্বতে বহ্নির অনুমান করা হয়।কাজেই এখানে বহ্নি হইতেছে সাধ্য। সাধ্য হইতেছে পক্ষের ধর্ম, পক্ষ হইতেছে ধর্মী। “পর্বত বহ্নিমান্” –এই অনুমিতির ক্ষেত্রে পর্বত হইতেছে ধর্মী, বহ্নিত্ব যাহার ধর্ম।

(৩) হেতুপদঃ- হেতু হইল সাধ্যের অনুমাপক। ‘ পর্বত বহ্নিমান ধূমাৎ’- এই অনুমানে ধূমকে হেতু বলার কারণ হল ধূমের দ্বারাই কেবল বহ্নির অনুমান হইতে পারে। এইজন্য ধূমকে লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বলা হইয়াছে। এই লিঙ্গের দ্বার যাহা চিহ্নিত হয় তাহাকে সাধ্য বা লিঙ্গি বলে। হেতুর সঙ্গে পক্ষের, এবং হেতুর সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকিলে অনুমান হয় না। হেতুপদের মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে পক্ষপদ ও সাধ্যপদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়।

সৎ বা নির্দোষ হেতুর পঞ্চবিধ লক্ষণের নির্দেশ ন্যায়দর্শনে করা হইয়াছে, যথার্থ অনুমান এর হেতুয়াতি নির্দোষ হওয়া চাই, তাহা না হইলে অনুমান নির্দোষ হইতে পারে না ।

পঞ্চবিধ নির্দোষ হেতুর লক্ষণঃ-

(অ) পক্ষসত্ত্বঃ- হেতুপদের পক্ষপদের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াকে বলে পক্ষস্বত্ত। পক্ষের হেতুর সত্তা বা সম্বন্ধই হইল পক্ষস্বত্ত।

(আ) সপক্ষস্বত্তঃ- “নিশ্চিত সাধ্যবান্ সপক্ষঃ”। অর্থাৎ যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় থাকে, সেই সাধ্যাধিকরণকে বলে সপক্ষ। সপক্ষ হইল যেখানে প্রকৃত অনুমিতির পূর্বে সাধ্য নিশ্চয় রহিয়াছে, সেখানে হেতুর অস্তিত্ব।

(ই) বিপক্ষাস্বত্তঃ- “নিশ্চিত সাধ্যভাব্বান্ বিপক্ষঃ” অর্থাৎ যেখানে সাধ্যভাবের নিশ্চয় হইয়া থাকে তাহাকে বলে বিপক্ষ। বিপক্ষের হেতুর না থাকা হইতেছে বিপক্ষাস্বত্ত।

(ঈ) অবাধিতত্ত্বঃ- অনুমান ভিন্ন অন্যকোন প্রমানের দ্বারা হেতুর খন্ডিত হওয়া হইতেছে “বাধিত হওয়া” আর অন্য কোন বলশালী প্রমাণের দ্বারা, হেতুর খন্ডিত না হওয়া হইতেছে ‘অবাধিত হওয়া’ বা অবাধিতত্ত্ব।

(উ) অসৎ প্রতিপক্ষঃ- কোন প্রতিপক্ষ না থাকাই হইতেছে অসৎ প্রতিপক্ষ। যে হেতুর কোন প্রতিপক্ষ থাকে না, তাহাকে বলে অসৎ প্রতিপক্ষ হেতু। একই বিষয় সম্বন্ধকে যদি পরস্পর বিরোধী দুইটি হেতুকে অবলম্বন করিয়া বাদী ও প্রতিবাদী দুটি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহা হলে কোন পক্ষের সিদ্ধান্তকে সুনিশ্চিত বলা যায় না। কাজেই হেতুর প্রতিপক্ষকে অসৎ হইতে হইবে অর্থাৎ হেতুকে অসৎ প্রতিপক্ষ হইতে হইবে।

এই স্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এমন একটি অনুমানের উল্লেখ করা হইল যাহার হেতুটি উক্ত পঞ্চবিধি হেতুর লক্ষণই রহিয়াছে। যথা- পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমবত্ত্বাৎ। এই অনুমানে পক্ষ হইল পর্বত, সাধ্য হল বহ্নি, হেতু হল ধূমবত্ত্ব। ধূমবত্ত্ব হেতুটি পক্ষ পর্বতে বিদ্যমান থাকায় ঐ হেতুতে পক্ষসত্ত্ব রহিয়াছে।

যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় থাক, তাহাকে বলে সপক্ষ। আলোচ্য অনুমানে সাধ্য বহ্নির নিশ্চয় রহিয়াছে মহানসে। এইজন্য মহানস সপক্ষ। ধূমবত্ত্ব হইল হেতুটি মহানসে বিদ্যমান থাকায় ঐ হেতুতে সপক্ষস্বত্ত্ব রহিয়াছে। যেখানে সাধ্যভাবের নিশ্চয় থাকে, তাহাকে বিপক্ষ বলে। আলোচ্য স্থলে সাধ্য বহ্নির অভাবের নিশ্চয় রহিয়াছে জলহ্রদে, এইজন্য জলহ্রদ বিপক্ষ। ধূমবত্ত্ব হেতুটি জলহ্রদে না থাকায় ঐ হেতুতে বিপক্ষসত্ত্ব রহিয়াছে। বহ্নি (সাধ্য) পর্বতে রহিয়াছে- এই কথাটি কোন প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না। এইজন্য উক্ত অনুমানের ধূমবত্ত হেতুতে অবাধিতত্ত্ব রহিয়াছে।

সাধ্যের সাধনের জন্য প্রযুক্ত হেতু হইতে ভিন্ন কোন হেতু যদি সাধ্যভাবের সাধনের জন্য প্রযুক্ত হয় তাহাহলে ঐ হেতুটিকে সাধ্যসাধক হেতুর প্রতিপক্ষ হয়। পর্বতে বহ্নি সাধক ধূমবত্ত্ব হেতুর ঐ রূপ প্রতিপক্ষ না থাকায় ঐ হেতুতে অসৎ প্রতিপক্ষত্ব রহিয়াছে।

এইভাবে ধূমবত্ত হেতুতে অনুমাপকতা প্রযোজক পক্ষসত্ত্বাদি পাঁচটি বিদ্যমান থাকায় ঐ হেতুটি বহ্নি সাধ্যের সাধক হতে পারে। পাশ্চাত্য ন্যায়নুমানঃ

Joseph তাহার "An Introduction to Logic" গ্রন্থে অনুমানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন- "Inference is a process of thought which starting with one or more judgments, ends in another judgments whose truth is seen to be involved in that of former"[৪] অর্থাৎ যে চিন্তাপদ্ধতির সাহায্যে এক বা একাধিক অবধারণ বা তর্কবাক্যর সহায়তায় আমরা আর একটি নতুন অবধারণ বা তর্কবাক্যটির সত্যতা ঐ এক বা একাধিক অবধারণ বা তর্কবাক্যের সত্যতার উপর নির্ভর করে, তাহাকে অনুমান বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

(অ) সকল মানুষ হয় মরণশীল।
অতএব, কোন কোন মরণশীল জীব হয় মানুষ।
(আ) সকল মানুষ হয় মরণশীল।
সকল কবি হয় মানুষ।
অতএব সকল কবি হয় মরণশীল।

প্রথম দৃষ্টান্তে 'সকল মানুষ হয় মরনশীল- এই তর্কবাক্যটি থেকে কোন কোন মরণশীল জীব হয় মানুষ'এই তর্ক বাক্যটি আমরা অনুমান করতে পারি এবং নতুন তর্কবাক্যটির সত্যতা নির্ভর করে প্রথম তর্কবাক্যটির উপর।

আবার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও 'সকল মানুষ হয় মরনশীল' এবং 'সকল কবি হয় মানুষ'। এই দুটি তর্কবাক্য হইতে আমরা অনুমান করতে পারি 'সকল কবি হয় মরণশীল'। এই নতুন তর্কবাক্যটি উল্লিখিত তর্কবাক্য দুটির দ্বারা সমর্থিত হইয়া টানা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য,'অনুমান' শব্দটি যুক্তিশাস্ত্রে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা- প্রথমতঃ কোন কোন তর্কবিদ অনুমান বলিতে উপাত্ত (data) হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মানসপদ্ধতি (mental process) কে বুঝাইয়াছেন। যেমন উপরের আলোচনা ইহা স্পষ্ট যে তর্কবিদ Joshep অনুমানের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তর্কবিদ I.M. Copi তাঁহার Introduction to Logic গ্রন্থে বলিয়াছেন " inference is a process of which one proposition is arrived at and affirmed on the base of one or more other proposition accepted as the starting point of the process"।[৫]

অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় শুরুতে থাকা এক বা একাধিক বচনের উপর ভিত্তি করিয়া অপর একটি বচন উপনীত বা স্বীকৃত হয়, তাহাকে অনুমান বলা হয়। অনুমান যেন এক বিশ্বাস (belief) হইতে তাহার পরিণিতির দিগে অগ্রসর হইবার প্রক্রিয়া। কিন্তু আমরা অনুমানের এই অর্থ গ্রহণ করতে পারিনা। কেননা, মানস পদ্ধতি (mental process) মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু কিন্তু যুক্তিশাস্ত্রের মানস পদ্ধতির পরিণাম বা ফল (mental product) লইয়া আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন তর্কবিদ মনে করেন যে, অনুমান মানস পদ্ধতি নহে, মানস পদ্ধতির পরিণাম বা ফল (mental product)। মানস পদ্ধতির পরিণাম স্বরূপ সিদ্ধান্তটিকে তাহার অনুমান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন, Karveth Read তাঁহার "Logic deductive and Inductive" গ্রন্থে বলিয়াছেন- " Inference means not this process of guessing or opening but result of its; the surmice , opinion or belief when formed, in a word, the conclusion and it is in this sense that inference is treated of in logic"[৬]

তৃতীয়তঃ কোন কোন তর্কবিদ্ আবার উপাত্ত (data) ও সিদ্ধান্ত (conclusion) - কে লইয়া সমগ্র ৬ মানস পদ্ধতির পরিনাম কে অনুমান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই অর্থেই অনুমান শব্দটি ব্যাবহার করিব।

অনুমানকে যখন ভাষায় প্রকাশ করা হয় তখন তাহাকে যুক্তি বা তর্ক (Arguments) বলা হয়। কিন্তু অনুমান ও যুক্তির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। উপরের আলোচনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন কোন তর্কবিদ্ সিদ্ধান্ত অর্থে অনুমান শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তকে কখনই যুক্তি বা তর্ক বলা যায় না। যুক্তি গঠিত হয় এক বা একাধিক তর্কবাক্য বা বচন লইয়া। তর্কবাক্য বা বচন ছাড়া যুক্তি গঠিত হয় না। বচন বলিতে তর্কবিদ্যা সম্মতবাক্য (Logical sentence) কে বোঝায়।

বচন হল অবধারণের ভাষায় প্রকাশিত রূপ (Expressed from of judgement) অবধারণ হইল দুটি ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করা (perception of agreement or disagreement between two ideas) । যেমন, " মানুষ হয় মরণশীল" - এখানে মানুষের ধারনা ও মরনশীলতার ধারনার মধ্যে আমরা একটা মিল প্রত্যক্ষ করি এবং ভাবি যে, ইহা সত্য যে, মানুষ মরনশীল। আবার যদি বলা হয় - "মানুষ নয় অমর" - এখানে মানুষের ধারণা ও অমরত্বের ধারণার মধ্যে অমিল প্রত্যক্ষ করি এবং ভাবি যে, মানুষ অমর নহে। এই যে দুটি ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করছি ,এই প্রত্যক্ষটি যতক্ষণ ভাবনার পর্যায়ে থাকে,ততক্ষণ তাকে অবধারণ বলে। কিন্তু এই ভাবনাকে যখন ভাষায় প্রকাশ করিয়া এই ভাবে বলা হয় - "সকল মানুষ হয় মরণশীল" কিংবা "কোন মানুষ নয় অমর" তখন সেটি হইয়া যায় বচন। আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যায় যে, অবধারনকে যখন উদ্দেশ্য (subject), বিধেয় (predicate), সংযোজক (copula), এবং তাহার সঙ্গে পরিমাণক (quantifier) - এর সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তখন সেটি বচন নামে অভিহিত হয়। উক্ত প্রথম দৃষ্টান্তে 'সকল' হইল পরিমানক, 'মানুষ' হইল উদ্দেশ্য, 'হয়' হইল সংযোজক, এবং 'মরণশীল' হইল বিধেয়।

যাহার সম্বন্ধে বিধেয়কে স্বীকার বা অস্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইল বিধেয়, উদ্দেশ্য আর বিধেয় এর মধ্যে যাহা সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহা হইল সংযোজক। যে কোন যুক্তিকে বিশ্লেষণ করিলে তাহার দুইটি অংশ পাওয়া যায়। যথা - (১) হেতুবাক্য বা অশ্রয়বাক্য (Premise), (২) সিদ্ধান্ত (Conclusion)।

I.M. Copi তাঁহার Introduction to logic গ্রন্থে হেতুবাক্য ও সিদ্ধন্তের সংজ্ঞা দিয়াছেন এইভাবে ---

> "The conclusion of an argument is that proposition which is affirmed on the basis of the other propositions of the argument, and these other propositions, which are affirmed as providing support or reasons for accepting the conclusions, are the premises of the argument"[৭]

অর্থাৎ, কোন যুক্তির সিদ্ধান্ত হইল সেই যুক্তির বচন স্বীকৃত হয় যুক্তির অন্যান্য বচনগুলির উপর নির্ভর করিয়া। আর যে বচনগুলিকে স্বীকার করা হয় বা ধরিয়া লওয়া হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের হেতু বা সমর্থন হিসাবে, সেই বচনগুলি হইল আশ্রয়বাক্য। যেমন "সকল মানুষ মরণশীল" - এই আশ্রয়বাক্য হইতে 'কোন কোন মরণশীল জীব হয় মানুষ'। কিংবা 'কোন মানুষ নয় অমরণশীল জীব' - যৌক্তিকভাবে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

আবার 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এবং 'সকল দার্শনিক হয় মানুষ' - এই দুই আশ্রয়বাক্য হইতে আমরা 'সকল দার্শনিক হয় মরণশীল'-এইরূপ সিদ্ধান্তে যৌক্তিক ভাবে উপনীত হইতে পারি। এই আশ্রয়বাক্য এবং সিদ্ধান্ত হইল যুক্তির উপাদান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, একটি তর্কবাক্যের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে সেই অনুমানকে অমাধ্যম অনুমান (Immediate inference) বলে।

অমাধ্যম অনুমানের সিদ্ধান্তটি একটি আশ্রয়বাক্য হইতে নিঃসৃত হয়। যথা -

সকল কবি হয় দার্শনিক।

অতএব, কোন কোন দার্শনিক হন কবি।

কিংবা

সকল দার্শনিক হন উদাসীন।

অতএব, কোন দার্শনিক নন অ-উদাসীন।

এখানে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন মাধ্যম থাকে না। অর্থাৎ তৃতীয় কোন বচন থাকে না। যেওমাধ্যম অনুমানে প্রদ্দত্ত তর্কবাক্য হইতে আমরা এমন আর একটি নতুন তর্কবাক্যে পৌঁছায় যাহা তর্কবাক্যের সাথে উদ্দেশ্য - এর দিক হইতে কিংবা বিধেয়ের দিক হইতে কিংবা উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় দিক হইতে পৃথক এবং যেখানে নূতন তর্কবাক্যটির সত্যতা প্রদত্ত তর্কবাক্যের সত্যতার উপর নির্ভর করে সেই অমাধ্যম অনুমানকে উদ্‌ঘাটন বলা হয়।[৮]

এই বা উদ্‌ঘাটন চার প্রকার। যথা -

(১) আবর্তন (Conversion)

(২) বিবর্তন (Obversion)

(৩) প্রতিবর্তন (Contraposition) এবং

(৪) অন্তরাবর্তন (Inversion)

এই চারপ্রকার অমাধ্যম অনুমানের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার অনুমান আবর্তন ও বিবর্তনের মিলিত প্রয়োগ হইতে পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে, অনুমানের সিদ্ধান্তটি যদি একাধিক আশ্রয়বাক্য হইতে টানা হয় তাহা হইলে তাহাকে মাধ্যম অনুমান (Mediate Inference) বলা হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তটি যদি দুটি আশ্রয় বাক্যের উপর ভিত্তি করিয়া টানা হয়, তাহা হইলে সেই মাধ্যম অনুমানকে ন্যায় বা Syllogism বলে। যেমন, সকল মানুষ হয় মরণশীল।

সকল রাজা হয় মানুষ।

অতএব, সকল রাজা হয় মরণশীল।

তর্কবিদ Carveth Read অবশ্য অনুমানের উক্ত শ্রেণীবিভাগ করাকে ভাষায় অপব্যবহার (bouse of language) ছাড়া আর কিছুই নহে বলিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে, অনুমান বলিতে কয়েকটি তর্কবাক্যের সমষ্টিকেবোঝায় না, সিদ্ধান্তকে অর্থাৎ যাহা তর্কবাক্যগুলির দ্বারা সমর্থিত বা তর্কবাক্যগুলি হইতে উৎপন্ন, তাহাকে বোঝায়, কাজেই সিদ্ধান্তটি মাধ্যম না অমাধ্যম - এই প্রশ্ন উঠে না। সিদ্ধান্ত পৌঁছানোর জন্য যেপ্রমাণের অবতারণা করা হয় বা সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়, তাহা মাধ্যম, নাকি অমাধ্যম - এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। এজন্য তর্কবিদ Carveth Read অমাধ্যম ও মাধ্যম অনুমানের পরিবর্তে যথাক্রমে অমাধ্যম ও মাধ্যম সাক্ষ্য (evidence) বলার পক্ষপাতী। কিন্তু আমরা যেহেতু অনুমান শব্দটিকে উপায় ও সিদ্ধান্তের মিলিত ফল হিসাবে ব্যবহার করি, সেইহেতু Carveth Read এর মতটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নহে। হেতুবাক্য বা হেতুবাক্যগুলির সিদ্ধান্তের ভিত্তিস্বরূপ। তবে যুক্তি বা অনুমান কতকগুলি বচনের সমষ্টি মাত্র নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি সংগঠন (Unit), যাহার হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান, হেতুবাক্য ন্যায়তঃ সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করে ও সিদ্ধান্তের তাৎপর্য হেতুবাক্যের মধ্যে নিহিত থাকে। যুক্তি গঠন করিতে হইলে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত - উভয় অবয়বেরই উপস্থিতি আবশ্যক। কখনও

কখনও যুক্তির মধ্যে হেতুবাক্য অথবা সিদ্ধান্ত অব্যক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু যুক্তির বৈধতা বিচারের সময় উভয় অবয়বকে আদর্শ আকারে ব্যক্ত করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বৈধ যুক্তির উল্লেখ করা যাক, শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই জনপ্রিয় কারণ তিনি কথাশিল্পী। উক্ত যুক্তিটির আদর্শরূপ হইল ---

প্রধান আশ্রয়বাক্য - সকল কথাশিল্পী হয় জনপ্রিয়।

অপ্রধান আশ্রয়বাক্য - শরৎচন্দ্র হন কথাশীল্পী

সিদ্ধান্ত - শরৎচন্দ্র হন জনপ্রিয়।

উক্ত যুক্তিতে উল্লিখিত দুটি হেতুবাক্য, সিদ্ধান্তটিকে ন্যায়তঃ প্রকাশ করিয়াছে এবং সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য দুটির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

ভারতীয় ন্যায়ানুমানের সহিত পাশ্চাত্য ন্যায়ানুমানের সাদৃশ্য :

(ক) পাশ্চাত্য ত্রি-অবয়বী ন্যায়ের সহিত নৈয়ায়িকদের স্বার্থানুমানের অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় প্রকার অনুমানেই তিনটি বচন বা অবয়ব রহিয়াছে। উভয় প্রকার ন্যায়েই তিনটি পদ (পক্ষপদ, সাধ্যপদ ও হেতুপদ) রহিয়াছে এবং উভয় প্রকার ন্যায়ই প্রতিটি পদ একই অর্থে দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে উভয় প্রকার ন্যায়েই প্রকাশিত হয়, তাহার পর পক্ষে হেতুর প্রত্যক্ষ এবং সর্বশেষে হেতু ও সাধ্যের সার্বিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

ভারতীয় ন্যায় (স্বার্থানুমান)

(১) পর্বতঃ বহ্নিমান্।

(২) কারণ, পর্বতঃ ধূমবান্।

(৩) যাহা ধূমবান্ তাহা বহ্নিমান্।

এই অনুমানে পর্বত হইল পক্ষ

বহ্নি হইল সাধ্য।

এবং ধূম হইল হেতু।

অপরপক্ষে, পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানে সাধারণতঃ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমতঃ হেতু ও সাধ্যের সার্বিক সম্পর্ক, দ্বিতীয়তঃ পক্ষের সঙ্গে হেতুর সম্পর্ক এবং সর্বশেষে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাশ্চাত্য ন্যায়ঃ

(১) সকল ধূমমান বস্তু হয় বহ্নিমান্

(২) পর্বতটি হয় ধূমবান্

অতএব পর্বতটি হয় বহ্নিমান্।

(খ) অনুমানের আরোহ এবং অবরোহ - এই উভয় প্রকার ভেদই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য - এই উভয় প্রকার ন্যায়ই স্বীকৃত হইয়াছে। তবে ভারতীয় ন্যায়ে সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অবরোহ ও আরোহ-এর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভারতীয় পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে অবরোহ ও অবরোহের যুগ্ম ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

(গ) উভয় প্রকার ন্যায়েই একটি বচনকে সার্বিক (universal) হইতে হইবে।

(ঘ) পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় প্রকার ত্রিওবয়বী ন্যায়-এর আশ্রয় বাক্যগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। যদিও উভয়ের মধ্যে নামকরণের ব্যাপারে পার্থক্য বিদ্যমান। পাশ্চাত্য ত্রিওয়বী ন্যায়ের আশ্রয়বাক্যদুটির পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে -

(অ) প্রধান আশ্রয়বাক্য বা সাধ্য আশ্রয়বাক্য - যে আশ্রয়বাক্যে প্রধান পদ বা সাধ্য পদ থাকে।

(আ) অপ্রধান আশ্রয়বাক্য বা পক্ষ আশ্রয়বাক্য - যে আশ্রয়বাক্যে অপ্রধানপদ বা পক্ষপদ থাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ, সকল মানুষ হয় মরণশীল (প্রধান আশ্রয়বাক্য)

রাম হয় মানুষ (অপ্রধান আশ্রয়বাক্য)

অতএব, রাম হয় মরণশীল (সিদ্ধান্ত)

পক্ষান্তরে, ভারতীয় ত্র্যবয়বী অনুমান-এর অবয়বগুলির নামকরণ করা হইয়াছে এইভাবে -

(১) প্রতিজ্ঞা - পর্বতঃ বহ্নিমান্।

(২) হেতু - কারণ, পর্বতঃ ধূমমান্।

(৩) উদাহরণ - যাহা ধূমমান্ তাহাই বহ্নিমান্। যেমন মহানস ইত্যাদি।

অথবা

(১) উদাহরণ - যাহা ধূমমান্, তাহা বহ্নিমান্। যেমন মহানস ইত্যাদি।

(২) উপনয় - পর্বতও সেইরূপ ধূমবান্।

(৩) নিগমন - সুতরাং পর্বতঃ বহ্নিমান্।

(ঙ) ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার ন্যায়নুমানে অনুমানের যথার্থ নিরূপণ গুরুত্ব পাইয়াছে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ন্যায়ানুমানের বৈসাদৃশ্যঃ

(১) ভারতীয় ন্যায় বলিতে সাধারণতঃ ন্যায়দর্শন স্বীকৃত পঞ্চাবয়বী ন্যায়কে বোঝায়, আর পাশ্চাত্য ন্যায় বলিতে সাধারণতঃ Aristotle-এর ত্র্যবয়বী ন্যায়কে বোঝায়। এদিক থেকে উভয় প্রকার ন্যায়-এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের প্রথম তিনটি অবয়ব (প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ), Aristotle-এর ন্যায়ের বিপরীত। তেমনই আবার পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের শেষের তিনটি অবয়ব (উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন) Aristotle -এর ন্যায়ের অনুরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

Aristotle এর ত্র্যবয়বী ন্যায়ঃ
সকল ধূমবান্ বস্তু হয় বহ্নিমান্ (প্রধান আশ্রয়বাক্য)
পর্বতটি হয় ধূমবান্ (অপ্রধান আশ্রয়বাক্য)
অতএব, পর্বতটি হয় বহ্নিমান্ (সিদ্ধান্ত)
সকল ধূমবান্ বস্তু হয় বহ্নিমান্ (প্রধান হেতুবাক্য),
পর্বতটি হয় ধূমবান্ (অপ্রধান হেতুবাক্য),
অতএব, পর্বতটি হয় বহ্নিমান্ (সিদ্ধান্ত)
এক্ষেত্রে দুটি তর্কবাক্যের সংযুক্ত ভিত্তিতে তৃতীয় তর্কবাক্যটি টানা হইয়াছে। এই দুইটি তর্কবাক্যকে আশ্রয়বাক্যকে বলিয়া এবং আশ্রয়বাক্য দুটির উপর নির্ভর করিয়া যে তৃতীয় তর্কবাক্যটি অনুমান করা হয়, তাহাকে সিদ্ধান্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। আশ্রয়বাক্যকে সাক্ষ্যপ্রমাণ বলা হইয়া থাকে। আর সিদ্ধান্তটি হইল ঐ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে লব্ধ ফল। সিদ্ধান্তটি যুক্তির প্রতিপাদ্য বিষয়। আর আশ্রয়বাক্য হইল ঐ সিদ্ধান্তের ভিত্তিস্বরূপ।
ভারতীয় পঞ্চাবয়বী ন্যায়ঃ
পর্বতটি বহ্নিমান্ (প্রতিজ্ঞা)
কারণ, পর্বতটি ধূমবান্ (হেতু)
যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি – যথা পাকশালা (উদাহরণ)
পর্বতটি সেইরূপ ধূমবান্ (উপনয়)
সুতরাং পর্বতটি বহ্নিমান্ (নিগমন)

(২) ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার ন্যায়ানুমানে সাধ্য, পক্ষ ও হেতু – এই তিনটি পদ রহিয়াছে, কিন্তু উভয় প্রকার ন্যায়-এর পদ তিনটির নামকরণ বাচ্যার্থ (Denotation)-এর ভিত্তিতে করা হইয়াছে। অর্থাৎ পদগুলির ব্যাক্তার্থ ও বিস্তৃতির দিক গৃহীত হয়। তিনটি পদের মধ্যে যাহার বাচ্যার্থ সবচেয়ে তাহাকে প্রধান পদ বা সাধ্য পদ, যাহার বাচ্যার্থ সবচেয়ে কম তাহাকে অপ্রধান পদ বা পক্ষ পদ এবং যাহার ব্যাচার্থ এই দুই এর মধ্যবর্তী তাহাকে মধ্যপদ বা হেতুপদ বলিয়া অভিহিত করা হয়।
উদাহরণস্বরূপ,

সকল মানুষ হয় মরণশীল।
রাম হয় মানুষ।
অতএব, রাম হয় মরণশীল।

উক্ত ন্যায়ানুমানটির প্রধান পদ বা সাধ্যপদ হইল ‘মরণশীল’। অন্যান্য পদের তুলনায় ইহার সবচেয়ে বেশী। কেননা, ‘মরণশীল’ শব্দটি শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অপ্রধান পদ বা পক্ষপদটি হইল ‘রাম’। ইহার বাচ্যার্থ সবচেয়ে কম। কেননা, ‘রাম’ বলিতে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। মধ্যপদ বা হেতুপদ হইল ‘মানুষ’। কারণ, ইহার বাচ্যার্থ উক্ত দুইটি পদের মধ্যবর্তী।

অপরপক্ষে ভারতীয় ন্যায়ানুমানের পক্ষ, সাধ্য ও হেতুপদের নামকরণ বাচ্যার্থের দিক হইতে নহে, অবচ্ছেদকে ধর্মের বা লক্ষণার্থ (connotation)-এর দিক হইতে করা হইয়াছে। পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্টকে পক্ষ, সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্টকে সাধ্য এবং হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্টকে হেতু বলিয়া অভিহিত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ,
পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ।
উক্ত অনুমানে, পক্ষ হইল ‘পর্বত’।
সাধ্য হইল ‘বহ্নি’।
এবং হেতু হইল ‘ধূম’।

যদিও অনুমিতির উদ্দেশ্যকে পক্ষ, বিধেয়কে সাধ্য এবং হেতু বলা হইয়াছে। তথাপি অনুমিতির অবচ্ছেদাব্যচ্ছেদে স্বীকৃত হইয়া থাকে, ব্যক্তিতে অনুমিতি স্বীকৃত হয় না। সেইজন্য ‘পর্বত’ বলিতে পর্বত ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া পর্বতবিশিষ্ট যেকোন যেকোন পর্বতকে বুঝাইতে হইবে, অনুরূপভাবে বহ্নি বলিতে বহ্নিত্ববিশিষ্ট বহ্নিকে ‘ধূম’ বলিতে ধূমত্ব বিশিষ্ট ধূমকে বুঝাইতে হইবা। বহ্নি-ব্যক্তিকে বুঝাইলে চলিবে না। কেবল, ধূমব্যক্তি হইতে বহ্নি-ব্যক্তির অনুমান সম্ভব হইলে অনুমানটি দুষ্ট হইত। কেননা, ধূম-ব্যক্তির অভাবও অনুমিত হইতে পারিত। যেমন, পর্বতে যে ধূম প্রত্যক্ষ করা হয় তাহা ব্যক্তিরূপে পর্বতীয় ধূম। আর, ঐ পর্বতীয় ধূমের ভিত্তিতে যে বহ্নির অনুমান করা যাইত তাহা পর্বতীয় বহ্নি হইত; কিন্তু মহানসীয় বহ্নি, চত্বরীয় বহ্নি, গোষ্ঠীয় বহ্নি ইত্যাদি অন্যান্য বহ্নি হইতে পারিত না। অর্থাৎ পর্বতে বহ্নি রহিয়াছে না বলিয়া, পর্বতে পর্বতীয় বহ্নি রহিয়াছে – এইরূপ বলিতে হইত এবং মহানসীয়াদি অপরাপর বহ্নির অভাব রহিয়াছে – এইরূপ বলিতে হইত। ফলতঃ ধূম দেখিয়া যেমন বহ্নি অনুমান (পর্বতীয় বহ্নি) করা যাইত, তেমনি অভাবেরও (মহানসীয়াদি বহ্নি) অনুমান করা যাইত। এইজন্য ন্যায়মতে পক্ষের একটি অবচ্ছেদক, সাধ্যের একটি অবচ্ছেদক এবং হেতুর একটি অবচ্ছেদক কল্পনা করিতে হইবে। তাহা না হইলে ধূম দর্শন হইতে বহ্নির অনুমান সম্ভব নহে। পক্ষের অবচ্ছেদককে পক্ষতার অবচ্ছেদক, সাধ্যের অবচ্ছেদককে সাধ্যতাবচ্ছেদক এবং হেতুর অবচ্ছেদককে হেতুতাবচ্ছেদক বলা হয়। ফলে পর্বতবিশিষ্ট পর্বতে, ধূমত্ব বিশিষ্ট ধূম হইতে, বহ্নিত্ব বিশিষ্ট যেকোন বহ্নির অনুমানে বাঁধা থাকে না। এই অভীপ্রায়ে ভারতীয় ন্যায়ানুমানে তিনটি পদ – পক্ষ, সাধ্য ও হেতুকে অবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন

অর্থাৎ লক্ষণার্থবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থের মধ্যে বিপরীতধর্মী সম্বন্ধ বিদ্যমান। কাজেই, পাশ্চাত্য ন্যায়ানুমানে তিনটি পদের বাচ্যার্থ নির্দিষ্ট অর্থ, ভারতীয় ন্যায়ানুমানের লক্ষণার্থ নির্দিষ্ট অর্থের সঙ্গে সমভাবাপন্ন বলা চলে না।

আবার উভয় প্রকার ন্যায়ে তিনটি পদের ব্যবহার রীতিও ভিন্ন। পাশ্চাত্য ন্যায়ানুমানের যে পদ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাকে অপ্রধান পদ বা পক্ষ পদ (Minor Term) বলা হইয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ 'S' এই প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। যে পদ সিদ্ধান্তের বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাকে প্রধান পদ বা সাধ্যপদ (major Term) বলা হইয়া থাকে। ইহা 'P ' এই প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। যে পদ কেবলমাত্র আশ্রয়বাক্য দুটিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হয় না। সেই পদকে মধ্যপদ বা হেতুপদ (Middle Term) বলা হইয়া থাকে। 'M' এই প্রতীকের সাহায্যে ইহা প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

সকল কবি হয় মরণশীল
রাম হয় একজন কবি।
অতএব, রাম হয় মরণশীল
এই ন্যায়ানুমানে -
সাধ্যপদ হইল 'মরণশীল' (P)
পক্ষপদ হইল (S)
এবং হেতুপদ হইল 'কবি' (M)

পক্ষান্তরে ভারতীয় ন্যায়েও সাধ্য, পক্ষ ও হেতু এই তিনটি পদ থাকে। যে পদকে অনুমান করা হয় তাহার নাম সাধ্য। যে আধার বা অধিকরণে সাধ্যপদকে অনুমান করা হয়, সেই অধিকরণবোধক পদকে বলা হয় পক্ষ। আর যে পদের সাহায্যে অনুমান করা হয়, তাহাকে বলা হয় হেতু বা সাধন বা লিঙ্গ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই তিনটি পদের বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

(৩) অনুমান যে অবরোহ ও আরোহ ভেদে দ্বিবিধ তাহা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে স্বীকৃত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, ভারতীয় দর্শনে উভয় প্রকার ভেদ একই অনুমান প্রক্রিয়ায় যুক্তভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট ন্যায়দর্শনের পঞ্চাবয়বী ন্যায়-এ পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের প্রকৃতিই হল অবরোহ-আরোহ মূলক বা আকারগতভাবে বৈধ ও বস্তুগত ভাবে সত্য। পঞ্চাবয়বী ন্যায়-এ যেমন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া উদাহরণ সংগ্রহ করা হয়, তেমনি ব্যপ্তি বা সাধ্য ও সাধনের নিয়ত অব্যভিচারী সম্পর্কের ভিত্তিতে নিগমন বা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণের ক্ষেত্রে আরোহ অনুমান এবং ব্যপ্তি নির্ভর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অবরোহ অনুমান ব্যবহার করা হয়।

অপরপক্ষে, পাশ্চাত্য বা অ্যারিষ্টলীয় ন্যায়-এ সামান্যবচনকে অর্থাৎ যাহাকে প্রধান আশ্রয়বাক্য বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণ করা হয় না। পাশ্চাত্য বা অ্যারিষ্টটলীয় ন্যায়-এ অবরোহ বা আরোহ অনুমান পৃথক পৃথক ভাবে আলোচিত হয় এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানীগণ অবরোহ অনুমানের সঙ্গে আকারগত (Formal) এবং আরোহ অনুমানের সঙ্গে বস্তুগত (Material) সত্যতা (Truth) কে যুক্ত করেন। তাই অবরোহ অনুমান এবং আরোহ অনুমানের মধ্যে এক চিরাচরিত বিরোধ দেখা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, যুক্তিবিজ্ঞানী অ্যারিষ্টটল অবরোহ অনুমানের সঙ্গে প্রাধানতঃ যুক্ত ছিলেন এবং যুক্তিবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিল আরোহ পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিক হোয়াইটহেড্ বলিয়াছেন - "There is a tradition of opposition between the adherents of Induction and of Deduction. In my view, it would be just as sensible for the two ends of a worm to quarrel" অর্থাৎ আরোহ অনুমান ও অবরোহ অনুমানের সমর্থকদের দ্বন্ধ বহুকালের। হোয়াইটহেড্ এর মতে কোন একটি বিশেষ কীটের দুই প্রান্তের বিবাদ যেমন অর্থহীন, তেমনই এই দ্বন্ধ অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে, অবরোহ অনুমান, আরোহ অনুমান ছাড়া হয় না। তর্কবিজ্ঞানীরা বলে যে, অবরোহ অনুমানে অন্তত একটি সার্বিক বচন (Universal Proposition) আবশ্যক। এই সার্বিক বচনটি যদি সংশ্লেষক (Synthetic) হয়; তবে তাহা আরোহ অনুমান ছাড়া পাওয়ার কোন উপায় নাই। সংশ্লেষক বচনের বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এই সার্বিক বচনের বিধের 'মরণশীল', উদ্দেশ্য 'মানুষ' সম্বন্ধে নতুন কথা বলে। কারণ, মানুষ পদটি বিশ্লেষণ করিলে 'চিন্তাশীল প্রাণী' বা 'বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী' এই অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'মরণশীলতা' পাওয়া যাইবে না। সুতরাং এই সার্বিক বচনটি সংশ্লেষক, যাহা কেবল আরোহ অনুমানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হইতে পারে। কাজেই, এই জাতীয় বচনকে উপাত্ত করিয়া যদি অবরোহ অনুমান করিতে হয়, তবে অবশ্যই এই জাতীয় বচন আরোহ অনুমানের দ্বারাই পিতে হয়। সুতরাং আরোহ অনুমান ছাড়া অবরোহ অনুমান হইতে পারে না।

অনুরূপভাবে, অবরোহ অনুমান ছাড়া আরোহ অনুমান হয় না। আরোহ অনুমান করিতে হইলে আমরা জানি কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিতে হয় এবং পরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামান্যীকরণ (Generalization) করার প্রয়োজন হয়। রাম, শ্যাম, যদুকে মারা যাইতে দেখিয়া আমরা সামান্যীকরণ করি এবং বলিয়া থাকি, 'সকল মানুষ হয় মরণশীল'। কিন্তু তর্কবিজ্ঞানীরা বলেন, একথার সত্যতা সম্পর্কে সংশয় জাগিলে আরোহ অনুমানের দ্বারাই এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়। অর্থাৎ দেখিতে হয়, সমস্ত মানুষ মরণশীল হইলে, যেরাম মানুষ, সে সত্যই মরণশীল কিনা। যদি রাম মরণশীল হয়, তবেই

মানুষ হয় মরণশীল' এইটি সঙ্গত আরোহ অনুমান হইবে। তাহা হইলে এই কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, অবরোহ অনুমান এবং আরোহ অনুমান পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক এবং সার্থক কোন অনুমানই এই দুইটির সমন্বয় ছাড়া সম্ভব নহে।

নৈয়ায়িকরা পঞ্চাবয়বী ন্যায়-এ অবরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমান সমন্বিত করিয়া সঙ্গত কাজই করিয়াছেন। এদিক থেকে বিচার করিলে পাশ্চাত্য ত্র্যবয়বী অনুমানের চেয়ে ভারতীয় পঞ্চাবয়বী ন্যায় অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ, ত্র্যবয়বী ন্যায় শুধুই অবরোহ অনুমান।

(৪) অ্যারিষ্টটলের Dictum de omniate nullo যাহার আক্ষরিক অর্থ হইল সব এবং কিছুই নহে সম্বন্ধীয় মূল সূত্রটি, সকল ন্যায়ের ভিত্তি। এই সূত্রটির অর্থ হইল কোন শ্রেণী সম্পর্কে যাহা সত্য, শ্রেণীর অর্ন্তগত প্রতিটি সদস্য সম্পর্কে তাহাই সত্য এবং কোন শ্রেণীর সম্পর্কে যাহা অসত্য, শ্রেণীর অর্ন্তগত প্রতিটি সদস্য সম্পর্কে তাহাই অসত্য।

Carveth Read তাঁহার "Logic: Deduction and Introductive" গ্রন্থে এই সূত্রটি প্রকাশ করিয়াছেন এইভাবে - "Whatever is predicated (affirmatively or negatively) of a term distributed in which term another is given as (partly or wholly) included, May be predicated in loke manner of (part or all of) the latter. Term"।[৯] অর্থাৎ কোন ব্যাপ্য পদ সম্পর্কে যাহা কিছু বলা হয় (স্বীকার করা বা অস্বীকার করা হয়) যেবাপ্য পদের মধ্যে আর একটি পদ অর্ন্তভুক্ত (অংশত অথবা সম্পূর্ণ) এমন দেওয়া থাকে, তবে অনুরূপভাবে শেষোক্ত পদটি সম্পর্কেও (অংশ বা সম্পূর্ণ) এমন দেওয়া থাকে। তবে অনুরূপভাবে শেষোক্ত পদটি সম্পর্কে (অংশ বা সম্পূর্ণ) বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, (অ) সকল মানুষ হয় মরণশীল।

সক্রেটিস হন একজন মানুষ।
অতএব, সক্রেটিস হন মরণশীল।

উক্ত ন্যায়ে প্রধান আশ্রয়বাক্য মরণশীলতা, মানুষ এই ব্যাপ্য পদ সম্পর্কে স্বীকার করা হইয়াছে। অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে সক্রেটিস, মানুষ এই ব্যাপ্য পদের অর্ন্তভুক্ত হইয়াছে। কাজেই মরণশীলতা অনুরূপভাবে শেষোক্ত পদ সক্রেটিস সম্পর্কেও স্বীকার করা যাইতে পারে।

(অ্যা) কোন মানুষ নয় জ্ঞানী।
রাম হয় একজন মানুষ।
অতএব, রাম নয় জ্ঞানী।

উক্ত ন্যায়ে প্রধান আশ্রয়বাক্যে জ্ঞান নামক গুণটি মানুষ এই ব্যাপ্য পদ সম্পর্কে অস্বীকার করা হইয়াছে। অপ্রধান আশ্রয়বাক্য রাম, মানুষ এই ব্যাপ্য পদের অর্ন্তভুক্ত হইয়াছে। কাজেই জ্ঞান, নামক গুণটি অনুরূপভাবে শেষোক্ত পদ রাম সম্পর্কে অস্বীকার করা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, ভারতীয় ন্যায়ে ব্যাপ্তি হইল সকল অনুমানের ভিত্তি। প্রাচীন ন্যায়মতে ব্যাপ্তি বলতে ব্যাপ্য-ব্যাপকের সম্বন্ধকে বোঝায়। ধূম (হেতু) ও বহ্নি (সাধ্য)-এর মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে স্বীকার করা হয়। যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে। কিন্তু যেখানে ধূম থাকে না, (যেমন কামারশালার উত্তপ্ত লৌহখন্ড), সেখানেও বহ্নি থাকে। কাজেই বহ্নি অধীক দেশে বিস্তৃত হওয়ায় ব্যপক হয়, আর ধূম বহ্নি অপেক্ষায় অল্প দেশে বিস্তৃত হওয়ায় ব্যাপ্য হয়। এই স্থলে উল্লেখ্য, অভাবমূলক ব্যাপ্তির স্থল হেতুর অভাব ব্যপক হয় এবং সাধ্যের অভাব ব্যাপ্য হয়। কাজেই হেতু ও সাধ্যের মধ্যে সম্বন্ধকে ব্যাপ্য-ব্যাপকের সম্বন্ধ বলা হয়। কিন্তু এই স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপকতা যেখানে সমান হয় (যেমন সমব্যাপ্তির স্থলে) সেই স্থলে ব্যাপ্তি বলতে ব্যাপ্য-ব্যাপকের সম্বন্ধকে বুঝায় না। এই কারণে নব্য-নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট ব্যাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ করিয়া তর্কসংগ্রহে বলিয়াছেন - "যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ ইতি সাহচার্য্যনিয়মঃ ব্যাপ্তিঃ।[১০]

ধূম শব্দের দ্বারা তিনি হেতুকে এবং 'অগ্নি' শব্দের দ্বারা তিনি সাধ্যকে নির্দেশ করিয়াছেন। হেতু ও সাধ্যের একই সঙ্গে থাকাই হল ব্যাপ্তি। এই সাহচার্য্য নিয়মিত, অর্থাৎ সর্বত্রই এই সাহচর্য্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যাভিচারের অদর্শনপূর্বক সহচারের দর্শন হইতে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সহচার নিয়মকে ব্যাপ্তি বলা হয়। দীপিকাতে অন্নংভট্ট ব্যাপ্তির লক্ষণটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন - 'হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসমানাধিরণ্যম্।"[১১] অর্থাৎ, হেতুর সমান অধিকরণে যে অত্যন্তাভাব থাকে, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, তাহার সহিত হেতু সমানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "পর্বত বহ্নিমান্ ধূমাৎ" - এইটি সদ্ হেতুস্থল। এই স্থলে উক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণটির সমন্বয় হয়।

(৫) অ্যারিষ্টটলীয় ত্র্যবয়বী ন্যায় সর্বদাই শাব্দিক বা শব্দে প্রকাশিত (verballistic)। কিন্তু ভারতীয় ত্র্যবয়বী ন্যায় অর্থাৎ স্বার্থানুমান না হইলেও পঞ্চাবয়বী ন্যায় অর্থাৎ পরার্থনুমান শব্দে প্রকাশিত।

(৬) পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে তত্ত্ব ও প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু অ্যারিষ্টটলীয় যুক্তিপদ্ধতিতে তাত্ত্বিক মূল্য থাকিলেও, ব্যবহারিক জীবনে তাহার তেমন প্রয়োগ নাই।

(৭) অ্যারিষ্টটলীয় ন্যায়ে কোন আশ্রয়বাক্যেই পক্ষপদ ও সাধ্যপদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগ থাকে না। কিন্তু ভারতীয় পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে উপনয় বাক্যটিতে পক্ষ ও সাধ্যের সরাসরি সম্বন্ধ দেখানো হয়। যথা উপনয় বাক্যে বলা হয় - পর্বতঃ বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান্। এই উপনয় বাক্যের সাধ্য, পক্ষ ও হেতু তিনটি পদই উপস্থিত থাকে বলিয়া সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপনয় বাক্যটি শ্রবণ করিয়া শ্রোতার লিঙ্গপরামর্শ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সে স্মরণ করে যে, পর্বতে যে ধূম দেখা যায়, তাহার সঙ্গে বহ্নির ব্যাপ্তি সম্পর্ক রহিয়াছে। এই অবস্থায় পক্ষে (পর্বতে), সাধ্যের (বহ্নির) অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রোতার মনে আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

(৮) পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানে দেখা যায় নিরপেক্ষ ন্যায়টি যে নিরপেক্ষ বচনগুলির দ্বারা গঠিত, সেই নিরপেক্ষ বচনগুলি প্রত্যেকটিতে দুটি পদ (উদ্দেশ্য ও বিধেয়)। এবং একটি সংযোজক থাকে। দৃষ্ঠান্তস্বরূপ,

সকল মানুষ হয় মরণশীল।

রাম হয় মানুষ।

অতএব, রাম হয় মরণশীল।

উক্ত ন্যায়ে উদ্দেশ্য পদ হইল 'মানুষ', বিধেয় পদ হইল 'মরণশীল' এবং সংযোজক হইল 'হয়'

পক্ষান্তরে, ভারতীয় ন্যায়ে অবয়বের সেইরূপ নির্দিষ্টকোন নিয়ম নাই। অবয়বের সংযোজকেরও কোন ভূমিকা নাই। আবার কেবলমাত্র একটি পদের দ্বারাই একটি অবয়ব গঠিত হইতে পারে। যেমন, পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের 'হেতু' (ধূমবত্ত্ব) অবয়বটি একটি পদের দ্বারা গঠিত।

(৯) বাস্তবিক যেভাবে আমরা অনুমান করি, ঠিক সেই অনুমান প্রক্রিয়া একমাত্র ভারতীয় পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে প্রকাশ করা সম্ভব। পাশ্চাত্য ত্র্যবয়বী ন্যায় আমরা ঠিক যেভাবে অনুমান করি, সেই অনুমান প্রক্রিয়া প্রকাশ করে না। তর্কবিজ্ঞানী মিল এই জন্যই ত্র্যবয়বী অনুমানের বিরুদ্ধে অস্বাভাবিকতার অভিযোগ আনিয়াছেন। পাশ্চাত্য ত্র্যবয়বী অনুমানের প্রথমেই সার্বিক বচন বা ব্যাপ্তি ব্যবহৃত হয়। পরে বিশেষ ক্ষেত্রে এই ব্যাপ্তির প্রয়োগ হয়। যেমন - সমস্ত মানুষ মরণশীল বলিয়া, রাম এই বিশেষ মানুষের ক্ষেত্রে মরণশীলতা প্রযুক্ত হইতেপারে এবং আমরা বলি সকল মানুষ মরণশীল। রাম হয় মানুষ অতএব, রাম হয় মরণশীল।

কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যখন অনুমান করি, তখন সার্বিক বচনটিতে প্রথমেই প্রকাশ করি না। পূর্বে হেতুর প্রকাশ করিয়া পরে, উদাহরণের সমর্থনের জন্য সার্বিক বচনের উল্লেখ করি। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে একথাই স্বীকার্য। এদিক থেকে বিচার করিলে ইহা স্পষ্ট যে, পাশ্চাত্য ত্র্যবয়বী ন্যায়ের অবয়ব বিন্যাসের চেয়ে ভারতীয় পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের অভয়ব বিন্যাসই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আমরা সাধারণতঃ বিশেষ হইতে বিশেষ অনুমান করি সার্বিক বচন বা ব্যাপ্তির মাধ্যমে।

(১০) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনুমানগত দোষের স্বরূপ ও বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় ন্যায়ানুমানে অনুমানগত দোষ বা হেত্বাভাসের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচীন ন্যায়মতে হেত্বাভাসের লক্ষণ হইল - 'হেতুবদ্ আভাসন্তে যে, তে হেত্বাভাসাঃ'[১২] অর্থাৎ, যে হেতুর মতো প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ যাহাতে হেতুর ধর্মগুলি নাই, সেই হেত্বাভাস। প্রাচীন মতে হেত্বাভাস শব্দটি দুষ্ট হেতুর বোধক। ভাষ্যকারও 'হেত্বাভাস' শব্দের দ্বারা দুষ্ট হেতু সমূহকেই বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যে বলা হইয়ছে - "হেতু লক্ষণাভাবাদ্ হেতবো হেতুসামান্যাৎ হেতুবদাভাসমানাঃ"[১৩] যে সমস্ত পদার্থ প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেতুর সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাই হেত্বাভাস। কিন্তু এই স্থলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে প্রকৃত হেতু এবং দুষ্ট হেতু এক নহে। তাহা হইলে উভয়ের সাদৃশ্য কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে উদ্দ্যোতকার বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে যেমন হেতুর প্রয়োগ হয় সেইরূপ দুষ্ট হেতুর প্রয়োগ হয় - ইহাই সাদৃশ্য। অথবা বলা যায়, দুষ্ট হেতুতেও প্রকৃত হেতুর কোন কোন ধর্ম থাকায় তাহাই উভয়ের সাদৃশ্য। প্রাচীন ন্যায়মতে হেত্বাভাসে অবশ্যই প্রকৃত হেতুর কোন ধর্ম থাকিবে। 'হেত্বাভাস' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, প্রকৃত হেতুর কোন ধর্ম শূন্য হইয়া কোন কোন ধর্ম বিশিষ্ট হওয়া।

দৃষ্টান্তস্বরূপ,

বায়ু - গন্ধবান্,

যেহেতু (বায়ুতে) স্নেহ রহিয়াছে।

এই অনুমিতির পক্ষ হইল 'বায়ু',

সাধ্য হইল 'গন্ধ',

এবং হেতু হইল 'স্নেহ'।

এই অনুমিতির অসদ্ হেতুতে (স্নেহে) প্রাচীন ন্যায় স্বীকৃত পাঁচটি হেত্বাভাস রহিয়াছে।

প্রতমতঃ - জলে গন্ধের অভাব এবং স্নেহ থাকে। অর্থাৎ যে অধিকরণে (জলে) সাধ্যাভাব (গন্ধাভাব) থাকে, সেই অধিকরণে হেতু (স্নেহ) থাকে।

সুতরাং, হেতুতে (স্নেহে) সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব থাকাতে এক্ষেত্রে সব্যভিচার হেত্বাবাস হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ - স্নেহ জলে থাকে, জলে গন্ধের অভাব থাকে। এক্ষেত্রে হেতু (স্নেহ) ও সাধ্যাভাবের (গন্ধাভাবের) ব্যাপ্য। হেতু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য বলিয়া এক্ষেত্রে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ - বায়ু গন্ধবান্ নহে।

যেহেতু, ইহা পৃথবীত্ববান্ নহে।

যাহা যাহা পৃথিবীত্ববান্ নহে তাহা তাহা গন্ধবান্ নহে। যেমন, আত্মা।

বায়ু পৃথিবীত্ববান্ নহে।

সুতরাং বায়ু গন্ধবান্ নহে।

এইভাবে 'পৃথিবীত্বাভাব' (পৃথিবীত্ববান্ নহে) - এই অপর একটি হেতুর দ্বারা পক্ষে (বায়ুতে) সাধ্যাভাব (গন্ধবান্ নহে) প্রমান করা যায়। সুতরাং 'স্নেহ' হেতুতে প্রকরণসম হেত্বাভাস হইয়াছে।

চতুর্থতঃ - এই অনুমিতির স্থলে পক্ষে (বায়ুতে), হেতু (স্নেহ) নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে সাধ্যসম বা অসিদ্ধ হেত্বাভাস হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ – প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে পক্ষে (বায়ুতে) সাধ্যের অভাব (গন্ধাভাব) রহিয়াছে। প্রমাণান্তর দ্বারা পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকাতে এক্ষেত্রে কালাতীত হেত্বাভাস হইয়াছে।

নব্য-ন্যায়মতে হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা হেতুর দোষকে বুঝায়। নব্য মতে হেত্বাভাসের লক্ষণ হইল – "আভাসন্তে ইতি আভাসা;, হেতোঃ আভাসা"।[১৪] তবে কোন কোন নব্য-নৈয়ায়িক প্রাচীনমতও গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা দৃষ্ট হেতুসমুহকেই বুঝাইয়াছেন। নব্য-নৈয়ায়িক গঙ্গেশের মতে "হেতুবদাভ্যসন্তে ইতি হেত্বাভাসা দুষ্ট হেতব ইত্যররথঃ।" অর্থাৎ, হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা তাঁহারা দুষ্ট হেতু সমূহকেই বুঝাইয়াছেন। নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি দুষ্ট হেতুকেই হেত্বাভাস বলিয়াছেন। নব্য-নৈয়ায়িক তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট হেত্বাভাসের প্রাচীন ও নব্য উভয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন। তর্কসংগ্রহের হেত্বাভাসের লক্ষণ সূচিত করিতে তিনি প্রাচীন নৈয়ায়িক গণের সঙ্গে সহমত পোষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, হেত্বাভাস শব্দটি দুষ্ট হেতুর বোধক। আবার, দীপিকা টীকায় নব্যনৈয়ায়িকদের সঙ্গে সহমত পোষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা হেতুগত দোষকে বুঝায়। দীপিকায় হেত্বাভাসের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন – 'অনুমিতি প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞান বিশয়ত্বং হেত্বাভাসত্বম্'। হেত্বাভাসের জ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধক শব্দের দুই প্রকার অর্থ হয়। প্রথম অর্থানুসারে কারণীভূতাভাব প্রতিযোগীকে প্রতিবন্ধক বলা হয়। দ্বিতীয় অর্থানুসারে প্রতিযোগী প্রয়োজকভূতাভাব প্রতিযোগীকে প্রতিবন্ধক বলা হইয়া থাকে। উক্ত হেত্বাভাস লক্ষণে উল্লিখিত প্রতিবন্ধক শব্দটির অর্থ কারণীভূতাভাব প্রতিযোগীত্ব।

নব্যন্যায়ের মূল গ্রন্থে হেত্বাভাসের লক্ষণে বলা হইয়াছে –

'অনুমিতি কারণীভূতাভাব প্রতিযোগী যথার্থ জ্ঞান বিষয়তং'[১৫] অর্থাৎ, অনুমিতিরকারণ হয় যে অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞান, সেই যথার্থ জ্ঞানের যে বিষয় হয়, তাহাকে হেত্বাভাস বলা হয়।

সদ্ হেতুর পাঁচটি লক্ষণ ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের কোন একটির অভাব ঘটিলে হেত্বাভাস হয়। ন্যায়সূত্রে বলা হইয়াছে – "সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসঃ।"[১৬]

নব্য-ন্যায় মতে হেত্বাভাস পঞ্চবিধ – "সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-সৎপ্রতিক্ষাসিদ্ধ-বাধিতাঃ পঞ্চহেত্বাভাসাঃ।"[১৭] সদ্ হেতুর লক্ষণ পাঁচটি বলিয়া হেতুর দোষও পাঁচটি প্রকার এবং দোষযুক্ত হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। এই বিষয়টি নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা হইল।

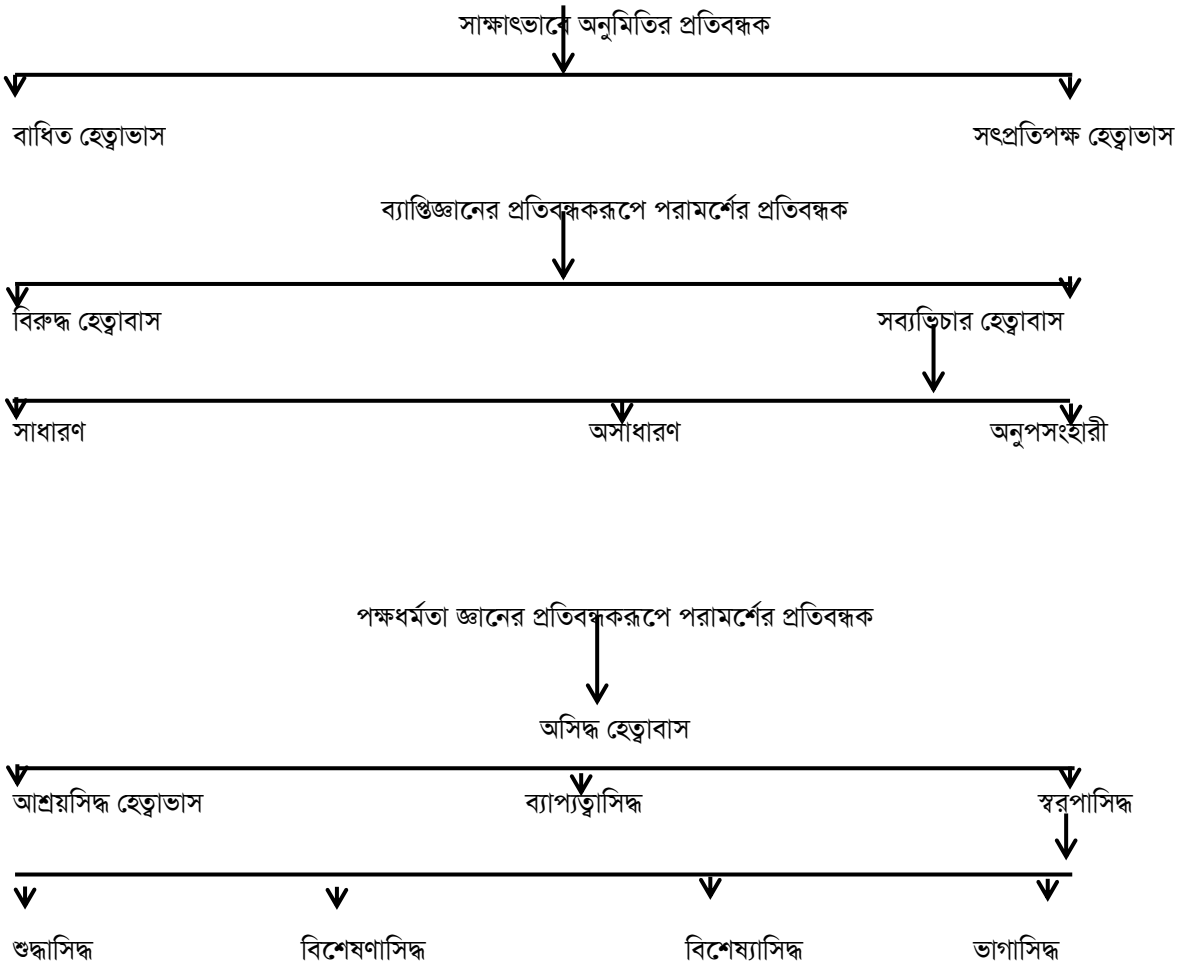

পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য ন্যায়ানুমানের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যুক্তির হেতুবাক্য সত্য, সিদ্ধান্ত মিথ্যা হইলে যুক্তি অবৈধ হয়। অবৈধ হলেই যুক্তি দোষযুক্ত হয়। যুক্তির এই দোষকে একটি বহুল প্রচলিত ইংরাজী শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। শব্দটি হইল - 'Fallacy', দোষযুক্ত যুক্তি বলিতে ভ্রান্তযুক্তিকেই বুঝায়। কোন যুক্তি যাহা আপাতদৃষ্টিতে বৈধ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈধ নহে, তাহাকেই ভ্রান্তযুক্তি বা Fallacy বলা হয়। Fallacy বা দোষ দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা - (১) যুক্তিপদ্ধতি বা চিন্তাপদ্ধতিরদোষ অর্থে (Earror in the process of reasoning or thinking)। এই প্রকার দোষ মনোবিদ্যা (Phychology) এর বিষয়। এবং (২) যুক্তি বা চিন্তার দোশ অর্থে (Earror in the of reasoning or thought) এই প্রকার দোষ তর্কবিদ্যা (Logic)-এর বিষয়।

সুতরাং দোষ বলিতে আমরা তর্কবিদ্যার যৌক্তিক দোষ (Logical Fallacy)- কেই বুঝিব। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার Fallacy-র একটি সংক্ষিপ্ত ছক দেওয়া হইল

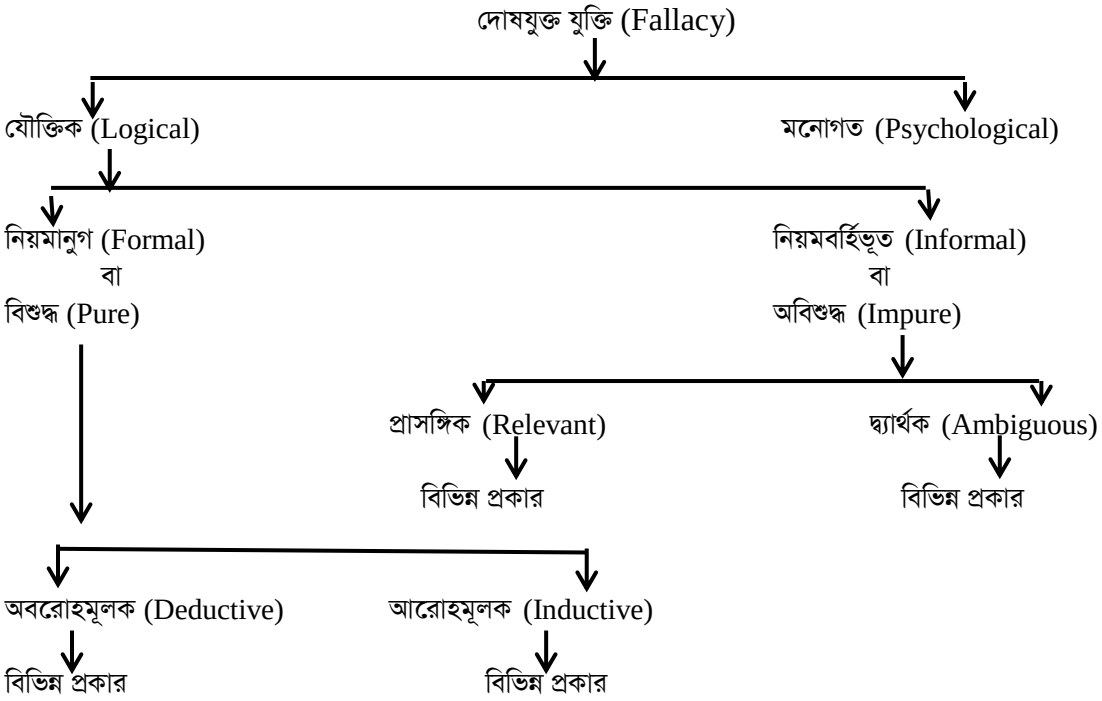

যথার্থ অনুমানের হেতুটি নির্দোষ হওয়া চাই, তাহা না হইলে অনুমান নির্দোষ হইতে পারে না। হেতুর লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত সহযোগে যথার্থ অনুমানের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হইইয়াছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ন্যায়ানুমানে বৈধতা সংক্রান্ত কতকগুলি নিয়মাবলী রহিয়াছে। অ্যারিষ্টটলের মতে ন্যায়ের বৈধতার দশটি নিয়ম রহিয়াছে। I.M. Copi তাঁহার 'Introduction to Logic' গ্রন্থে ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম হিসাবে ছয়টি নিয়মের কথা বলিয়াছেন। শেষোক্ত নিয়মটি অস্তিত্ব মূলক দোষের নিয়ম। সুতরাং মূল নিয়ম পাঁচটি। নিম্নে I.M. Copi প্রদত্ত ন্যায়ের বৈধতার নিয়মগুলি উল্লেখ করা হইল।

(অ) বৈধ ন্যায়ের তিনটি পদ থাকিবে এবং প্রত্যেকটি পদ সমস্ত যুক্তিতে একই অর্থে দুইবার ব্যবহৃত হইবে।

(আ) মধ্যপদকে অন্ততঃ একটি হেতুবাক্যে ব্যাপ্য হইতেই হইবে।

(ই) সিদ্ধান্তের পদগুলির মধ্যে যে কোন একটি পদ যদি ব্যাপ্য হয় তাহা হইলে তাহাকে হেতুবাক্যে অবশ্যই ব্যাপ্য হইতে হইবে।

(ঈ) দুইটি নঞর্থক হেতুবাক্যবিশিষ্ট কোন ন্যায় বৈধ হইতে পারে না।

(উ) উক্ত হেতুবাক্য নঞর্থক হইলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হইবে।

এবং

(ঊ) সিদ্ধান্ত বিশেষ এমন ন্যায়-এ দুইটি হেতু বাক্য কখনও সামান্য হইতে পারিবে না। এই নিয়মটি Copi বুলীয় মত অনুযায়ী দিয়াছেন। যদিও এই পাঁচটি নিয়ম অ্যারিষ্টটলীয় মত অনুযায়ী। বুলীয় মতে দুইটি হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্ত বিশেষ হইলে যুক্তিতে অস্তিত্বমূলক দোষ (Existential Fallacy) ঘটে। কারণ, সামান্য বচনের কোন অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য নাই। কিন্তু বিশেষ বচনে অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে।

(১২) পাশ্চাত্য আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে অনুমানের ক্ষেত্রে সংকেত (Symbol) এর ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন সাংকেতিক পদ্ধতি যেমন ভেন চিত্র (Venn Diagram), সত্যসারণী (Truth Table), লঘুকরণ (Resolution), বৈধতার আকারগত প্রমাণ (Formal Proof of Validity), পরিমাপক (Quontification) ইত্যাদির সাহায্যে অনুমানের বৈধতা বিচার করা হয়।

পক্ষান্তরে, ভারতীয় ন্যায়ের ক্ষেত্রে এইরূপ সংকেতের ব্যবহার নাই এবং সাংকেতিক পদ্ধতির সাহায্যে ন্যায়ের বৈধতা বিচার করাও হয় না।

(১৩) পাশ্চাত্য ত্র্যবয়বী ন্যায়ে সংস্থান (Figure) ও মূর্তি (Mood) -এর উল্লেখ থাকে। আশ্রয়বাক্য দুইটিতে হেতুপদেরবিভিন্ন অবস্থান অনুযায়ী ন্যায়ের যে বিভিন্ন আকার হয়, তাহাকে ন্যায়ের সংস্থান বলা হয়। আশ্রয়বাক্য দুইটিতে হেতুপদের চার প্রকার সংস্থান স্বীকৃত। এই চারটি সংস্থানকে সহজভাবে মনে রাখার জন্য অ্যারিষ্টটল চারটি ছকের সাহায্যে সংস্থানটিকে উল্লেখ করিয়াছেন। দুইটি সমান্তরাল (=) রেখার দ্বারা দুইটি হেতুবাক্য বুঝানো হইয়াছে। আর যে মধ্যরেখাটি সমান্তরালরেখা দুইটিকে যোগ করে তাহার দুই প্রান্তে থাকে মধ্যপদ, এই ছক অনুসারে সংস্থানগুলি হইল -

প্রথম সংস্থান :

প্রধান হেতুবাক্যের উদ্দেশ্য স্থলে হেতুপদটি এবং অপ্রধান হেতুবাক্যের বিধেয় স্থলে হেতুপদটি রহিয়াছে।

M P

S M

S P

দ্বিতীয় সংস্থান :

উভয় হেতুবাক্যেই বিধেয়স্থলে হেতুপদটি রহিয়াছে।

P M

S M

S P

তৃতীয় সংস্থান :

উভয় হেতুবাক্যেই উদ্দেশ্যস্থলে রহিয়াছে।

M P

M S

S P

চতুর্থ সংস্থান :

প্রধান হেতুবাক্যে উদ্দেশ্যস্থলে হেতুপদটি রহিয়াছে।

P M

M S

S P

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য অ্যারিষ্টটল নিজে কিন্তু চারটি সংস্থানের কথা বলেন নি। তাঁহার মতে সংস্থান তিনটি। চতুর্থ সংস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন Galen নামক একজন দার্শনিক। এই কারণে চতুর্থ সংস্থানকে অনেক সময় Galenian Figure ও বলা হয়। অ্যারিষ্টলের মতে সংস্থানের মূল কারণ হইল মধ্যপদের ব্যাপকতা। মধ্যপদ অন্য দুইটি হইতে(অ) কম ব্যপক, কিংবা (আ) বেশী ব্যপক, কিংবা (ই) সমব্যপক হইতে পারে, তাই, অ্যারিষ্টটলের মতে প্রকৃত সংস্থান তিন প্রকার। কিন্তু যেহেতু হেতুবাক্য বা আশ্রয়বাক্যে মধ্যপদের অবস্থানের চারটি স্থল রহিয়াছে, তাই সংস্থানও চার প্রকার।

আর, যেতর্কবাক্যগুলির দ্বারা ন্যায় গঠিত হয়, তাহাদের গুণ ও পরিমাণের দ্বারা অনুমানের মূর্তি নির্ধারিত হয়। যেমন,

সকল মানুষ হয় মরণশীল (A)

রাম হয় মানুষ (A)

অতএব, রাম হয় মরণশীল (A)

প্রাচীন যুক্তিবিজ্ঞানীদের মতে ঊনিশটি বৈধ মূর্তি, কিন্তু নব্য যুক্তিবিজ্ঞানীদের মতেপনেরটি বৈধ মূর্তি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, ভারতীয় ন্যায়ে এইরূপ সংস্থান এবং মূর্তির উল্লেখ নাই।

(১৪) অ্যারিষ্টটলীয় ত্র্যবয়বী ন্যায়-এ কেবল আকারগত বৈধতা (formal validity)-ই বিচার্য্য, কিন্তু বাস্তব সত্যতা (material truth)-র দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। অর্থাৎ তর্কপদ্ধতির নিয়মগুলি অনুমানের ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে কিনা, তাহাই লক্ষ করা হয়। কিন্তু আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের সত্যতার দিকে লক্ষ রাখা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

সকল মানুষ হয় অমর।

রাম হয় মানুষ।

অতএব, রাম হয় অমর।

উক্ত ন্যায়টির আকারগত বৈধতা রহিয়াছে। কেননা, ন্যায়-এর বৈধতা সংক্রান্ত প্রত্যেকটি নিয়ম এক্ষেত্রে যথাযথভাবে অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রধান আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের বাস্তব সত্যতা নাই।

অপরপক্ষে, ভারতীয় ন্যায়ে আকারগত বৈধতা ও বস্তুগত সত্যতা উভয়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাশ্চাত্য ন্যায়ে যে বস্তুগত সত্যতার আলোচনা হইয়া থাকে, তাহা সুনিশ্চিত নহে; কমবেশী সম্ভাব্যমাত্র। কিন্তু ভারতীয় পঞ্চবয়বী ন্যায়ের উদাহরণ নামক অবয়বটি বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে একটি সামান্য বচন প্রতিষ্ঠা করে। এই বৈশিষ্ট অ্যারিষ্টটলীয় ন্যায়ে নাই।
(১৫) ভারতীয় পাশ্চাত্য ও ন্যায়মানের শ্রেণীবিভাগের দিক থেকেও পার্থক্য বিদ্যমান। পাশ্চাত্য ন্যায়ানুমানের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হইল।

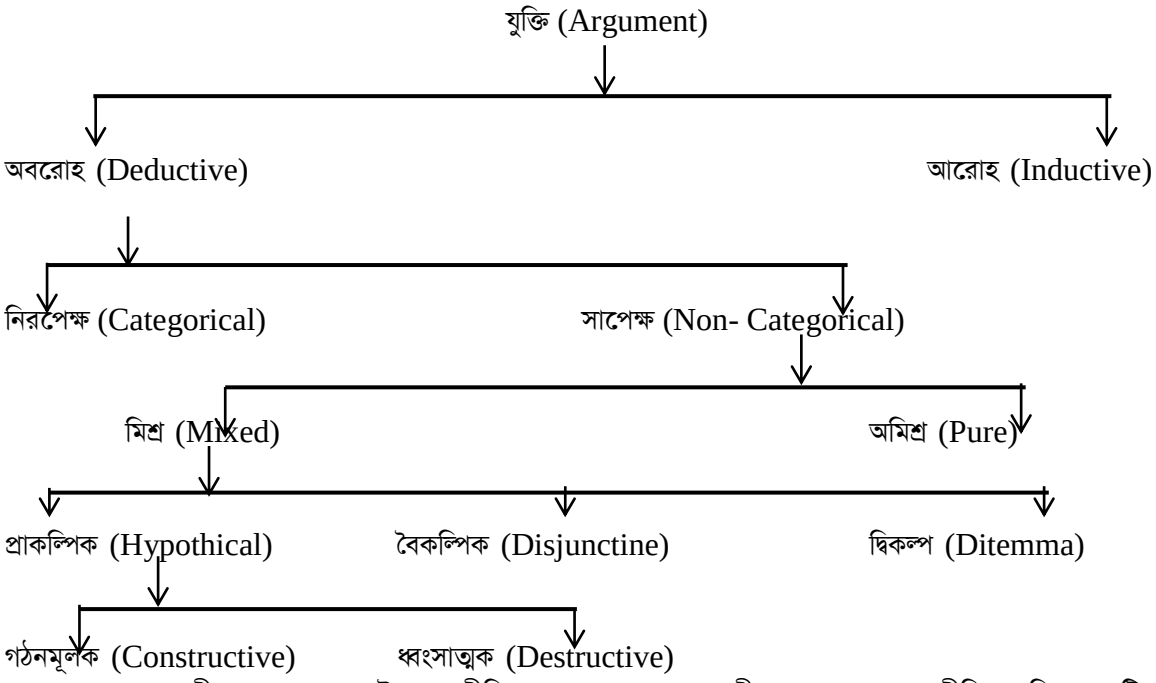

পক্ষান্তরে, ভারতীয় ন্যায়ানুমানে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখা যায় না। ভারতীয় ন্যায়ানুমানের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হইল।

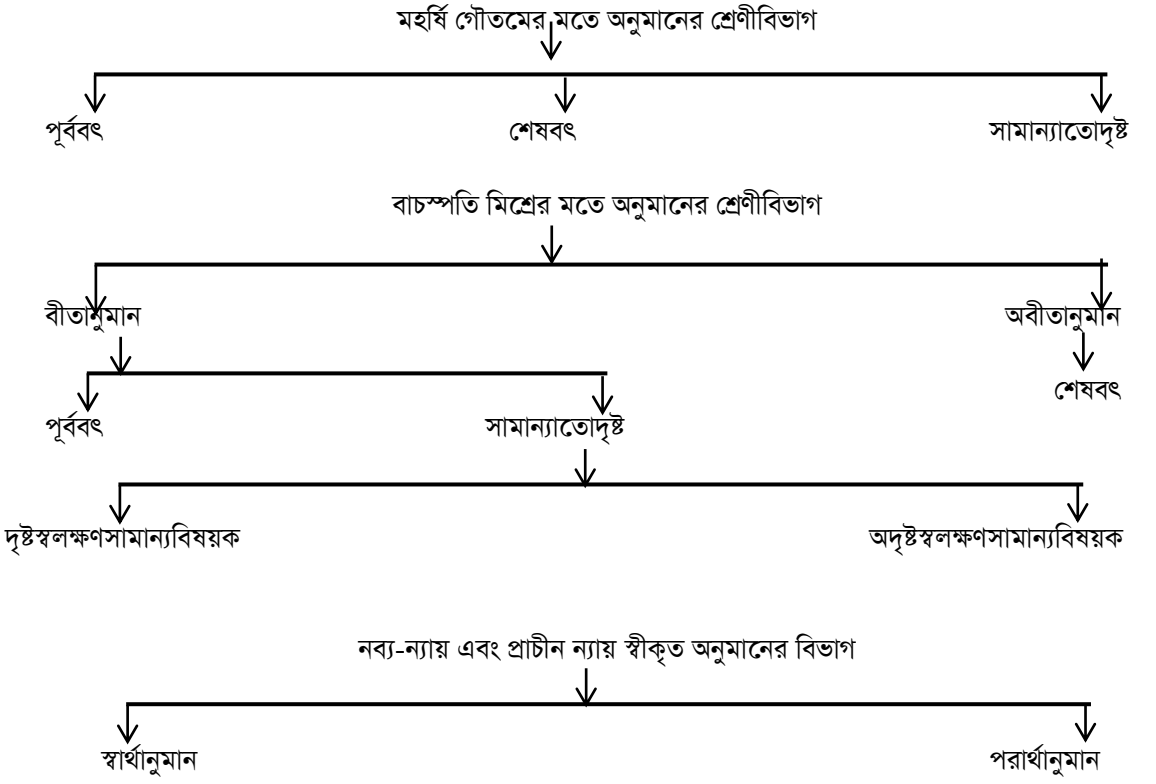

নব্য-ন্যায় মতে অনুমানের শ্রেণীবিভাগ

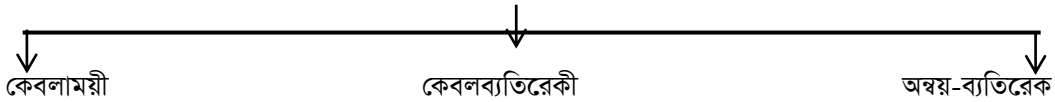

অনুমান মহাবিষয়। এই স্বল্প পরিসরে ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের ন্যায়ানুমানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। তাই বলিতেই হয়, শেষ হইয়াও হইল না শেষ।

আকর নির্দেশ :

১। ন্যায়দর্শন (১ম খন্ড), পৃঃ - ১৫০, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ
২। তর্কসংগ্রহ, পৃঃ - ৪০৭-৪০৮, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী
৩। তর্কসংগ্রহ, পৃঃ - ৩৬৮, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী
৪। An Introduction to Logic, P - 282, Joseph
৫। Introduction to Logic, P – 5, I.M. Copi
৬। Logic Deductive and Inductive, P – 57, Carveth Read
৭। Introduction to Logic, P – 6, I.M. Copi
৮। Manual of Logic, Welton
৯। Logic Deductive and Inductive, P – 95, Carveth Read
১০। তর্কসংগ্রহ, পৃঃ - ৩৮০, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী
১১। তর্কসংগ্রহ, পৃঃ - ৩৮১, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী
১২। তর্কসংগ্রহ, পৃঃ - ৪১০, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী
১৩। ন্যায়দর্শন (১ম খন্ড), পৃঃ - ৩৯১, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ
১৪। তর্কসংগ্রহ, পৃঃ - ৪১০, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী
১৫। তর্কসংগ্রহ, পৃঃ - ৪১২, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী
১৬। ন্যায়দর্শন (১ম খন্ড), পৃঃ - ৩৯০, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ
১৭। তর্কসংগ্রহ, পৃঃ - ৪০৯, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী

গ্রন্থঋণ :

১। তর্কবিজ্ঞান, শুক্লা চক্রবর্তী
২। ভাষা পরিচ্ছেদ, শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ
৩। ভারতীয় দর্শন, ড. প্রদ্যোত কুমার মন্ডল
৪। তর্কসংগ্রহ, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
৫। Six Ways of Knowing, D.M. Dutta
৬। Outlines of Indian Philosophy, M. Hiriyanna
৭। Logic, Deductive and Inductive, Carveth Read
৮। Introduction to Logic, I.M. Copi
৯। Manual of Logic, Welton

*****